দৈনিক সংবাদ

তারিখ 20 APR 1998 পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৩

দুর্নীতি আর অব্যবস্থায় নিমজ্জিত মাদ্রাসা শিক্ষা ☐ সবকিছুই সম্ভব

সালাম জুবায়ের ।। দেশের মাদ্রাসা শিক্ষা এখন দুর্নীতি আর অব্যবস্থায় নিমজ্জিত। ভুয়া মাদ্রাসা, ভুয়া ছাত্র, ভুয়া শিক্ষক, নিম্নমানের পাঠ্যপুস্তক, শিক্ষক ও বোর্ড কর্মচারীদের জালিয়াতি– এসব এখন মাদ্রাসা শিক্ষাকে চরম অবনতির দিকে নিয়ে যাচ্ছে। সরকারি আইন ও নিয়ম–কানুন অমান্য করে অবৈধ লেনদেনের মাধ্যমে অসম্ভবকে সম্ভব করা হচ্ছে।

সম্প্রতি শিক্ষা মন্ত্রণালয় গঠিত উচ্চ পর্যায়ের এক তদন্ত রিপোর্টে মাদ্রাসা শিক্ষা, মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড এবং দেশের বিভিন্ন এলাকার অনেক মাদ্রাসা সম্পর্কে এসব চমকপ্রদ তথ্য পাওয়া যায়। মাদ্রাসা শিক্ষায় ব্যাপক দুর্নীতি, অনিয়ম ও অব্যবস্থা সম্পর্কে বিভিন্ন মহলে ব্যাপক আলোচনা এবং সংবাদপত্রে প্রতিবেদন ছাপা হওয়ার পর গত বছর আগস্ট মাসে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর তোজাম্মেল হোসেনের নেতৃত্বে ৫ সদস্যবিশিষ্ট এই কমিটি গঠন করে। কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন ঢাকা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক প্রফেসর আবদুল লতিফ, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের উপপরিচালক খলিলুর রহমান, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপসচিব মুশতাক উদ্দিন আহমদ এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব হাফিজুর রহমান। এই কমিটি সম্প্রতি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিবের কাছে তদন্ত প্রতিবেদন পেশ করেছে। তদন্ত কমিটি বিভিন্ন মাদ্রাসা পরিদর্শন, দলিলপত্র পরীক্ষা, মাদ্রাসা ছাত্র ও শিক্ষক এবং মাদ্রাসা বোর্ডের কর্মকর্তা–কর্মচারীদের সাথে কথা বলে ৫০ পৃষ্ঠার এই তদন্ত রিপোর্ট তৈরি করেছে। মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের দেয়া তথ্য অনুযায়ী বর্তমানে সারাদেশে মাদ্রাসার নিমজ্জিত ঃ পৃঃ ১১ কঃ ২

নিমজ্জিত ঃ মাদ্রাসার শিক্ষা ব্যবস্থা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

সংখ্যা মোট ১৬৩০৩টি। এর মধ্যে এবতেদায়ি মাদ্রাসা ৯৬৫০টি, দাখিল মাদ্রাসা ৪৬০৭টি, আলিম মাদ্রাসা ১০২০টি, ফাজিল মাদ্রাসা ৯১৮টি এবং কামিল মাদ্রাসা ১০৮টি। এই বিপুলসংখ্যক মাদ্রাসার মধ্যে বেশিকিছু ভুয়া এবং সাইনবোর্ড সর্বস্ব।

তদন্ত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, জেলা শিক্ষা অফিসারদের পরিদর্শন প্রতিবেদনের ভিত্তিতে যেকোন মাদ্রাসার স্বীকৃতি প্রদান করে মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড। এসব ক্ষেত্রে মাদ্রাসা বোর্ড কোনভাবেই জেলা শিক্ষা অফিসারের প্রতিবেদন পুনঃযাচাই করে না। সে কারণে অনেক সময় ভুয়া প্রতিবেদনের ভিত্তিতেও একটি মাদ্রাসা স্বীকৃতি পেয়ে যেতে পারে।

পরিদর্শনকারী কর্মকর্তা সত্য গোপন করে ভুয়া তথ্য মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডে পাঠায় বলে তদন্ত কমিটি প্রমাণ পেয়েছে। তদন্ত কমিটি বলেছে, 'সে কারণে কাগজপত্র ঠিক থাকলেও প্রকৃতপক্ষে অপ্রয়োজনীয় মাদ্রাসা স্বীকৃতি পেয়ে যাচ্ছে।'

দেশের বিভিন্ন স্থানে অপ্রত্যাশিতভাবে প্রয়োজনের তুলনায় অধিকসংখ্যক মাদ্রাসা স্থাপিত হওয়ার অভিযোগ পাওয়ার পর '৯৫ সালে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ৪টি পরিদর্শন টিম গঠন করেছিল। সেসব টিম কুড়িগ্রামের উলিপুর, ভোলার চরফ্যাশন, রাজশাহী সদর, বরিশাল সদর, ঝালকাঠির রাজাপুর, পিরোজপুরের মঠবাড়িয়া, বরগুনার আমতলী এবং গাজীপুর জেলার কাপাসিয়া– এই ৮টি থানার সবগুলো মাদ্রাসা পরিদর্শন করে রিপোর্ট দিয়েছে। সে রিপোর্টের ভিত্তিতে বেশকিছু মাদ্রাসা সম্পর্কে ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। আরো কয়েকটি সম্পর্কে ব্যবস্থা নেয়ার প্রক্রিয়া শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে বিবেচনাধীন আছে বলে তদন্ত কমিটি উল্লেখ করেছে।

কমিটি প্রতিবেদনে বলেছে, মাধ্যমিক ও প্রাথমিক স্তরের স্কুলগুলোর ক্ষেত্রে থানা নির্বাহী কর্মকর্তাসহ শিক্ষা বিভাগের ৩/৪ জন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ব্যাপকভাবে যাচাই–বাছাই করার পর স্বীকৃতি দেয়া হয়। অন্যদিকে মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড থেকে কোন যাচাই বা পরিদর্শনের ব্যবস্থা নেই বললেই চলে।

ফলে ভুয়া মাদ্রাসা স্থাপন এবং ভুয়া ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষক নিয়োগের সুযোগ বেশিমাত্রায় উৎসাহিত হয়ে থাকে বলে তদন্ত কমিটি তাদের প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছে। কমিটি বলেছে, "এমনকি মাদ্রাসাগুলোতে 'রেগুলেশন কমিটি' যথাসময়ে গঠিত হচ্ছে কিনা তা নিরীক্ষা বা যাচাই করার সুযোগ খুবই কম।" শুধু তাই নয়, কমিটি বলেছে, 'মাদ্রাসা বোর্ডের আওতাধীন মাদ্রাসাগুলোতে অধিকাংশ পরিচালনা কমিটি গঠনের নীতিমালা অনুসৃত হয় বলে মনে হয় না। মাদ্রাসার আর্থিক ও একাডেমিক অনিয়ম–বিশৃংখলার বিষয় তদন্ত কিংবা পরিদর্শনের মাধ্যমে যাচাই করার কোন ব্যবস্থাও নেই।

মাদ্রাসায় ছাত্র ভর্তির পর রেজিস্ট্রেশন করার নিয়ম রয়েছে; কিন্তু রেজিস্ট্রেশন প্রদানে অনিয়ম থাকায় ছাত্রছাত্রী ভর্তি বিধিসম্মতভাবে হয় না বলে তদন্ত কমিটি প্রমাণ পেয়েছে। এছাড়াও স্বাভাবিকভাবে মাদ্রাসার মঞ্জুরি হয় না বলে কমিটি অভিমত দিয়েছে।

মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের প্রশাসনিক ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর প্রয়োজনের তুলনায় দুর্বল, জনবল অপ্রতুল, সুষ্ঠু ও কার্যকর কোন ব্যবস্থাও নেই।

ভুয়া মাদ্রাসার নামে সরকারি অনুদান গ্রহণ সম্পর্কে শিক্ষা পরিসংখ্যান ব্যুরো একটি জরিপ করে বেশকিছু অস্তিত্বহীন মাদ্রাসা খুঁজে পায়। তদন্ত কমিটি জানিয়েছে, অস্তিত্বহীন ও নামসর্বস্ব মাদ্রাসার নামে বিপুল পরিমাণ সরকারি অর্থ লোপাটের পিছনে কিছু প্রভাবশালী ব্যক্তির হাত রয়েছে।

অনেক মাদ্রাসায় ছাত্র সংখ্যা বেশি দেখানোর জন্য একবার পাস করা ছাত্রকে আবার ভর্তি দেখানো হয়েছে। শুধু তাই নয়, এমনও হয় যে, এক ছাত্রকে কয়েকটি মাদ্রাসার ছাত্র হিসেবে রেজিস্ট্রেশন করা হয়। তবে সে পরীক্ষা দেয় একটি মাদ্রাসা থেকেই।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরিদর্শন ও পরীক্ষা পরিদপ্তর পরিচালিত এক তদন্তে মাদ্রাসা বোর্ডে বিশেষ রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে অর্থ আত্মসাতের ঘটনা উদ্‌ঘাটিত হয়েছে বেশি কিছুদিন আগে।